বিনা খরচে পিসির সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান

তাসনীম মাহ্‌মুদ

ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত প্রতিটি ডিভাইসের জন্য দরকার শক্তিশালী অ্যান্টিভাইরাস প্রটেকশন। এ লেখায় ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে ব্যাখ্যা করে দেখানো হয়েছে কীভাবে পিসিকে পুরোপুরি সুরক্ষিত করা যায়, কোনো টাকা খরচ না করেই।

উইন্ডোজ ভিস্তা ও উইন্ডোজ ৭ চমৎকার অপারেটিং সিস্টেম হলেও পিসিকে অধিকতর সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখার জন্য দরকার কিছু বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া। কেননা, সিকিউরিটি সফটওয়্যার ছাড়া যারা পিসি ব্যবহার করেন, তাদের ব্যক্তিগত ডাটা মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে। অবশ্য উইন্ডোজের সাথে কিছু কিছু বিল্ডইন সিকিউরিটি টুল রয়েছে। এরপরও পিসি ঝুঁকির মধ্যে থাকে অনলাইন অপরাধীদের কারণে। এ ছাড়া সবার ধারণা, প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে ম্যালিশাস সফটওয়্যারের কারণে।

সবার ধারণা, এর সমাধান হলো সেরা সিকিউরিটি সফটওয়্যার ব্যবহার করা, যার জন্য কিছু অর্থ খরচ করতে হবে। অবশ্য এ কথা তখনই সত্য, যখন আপনি সুপরিচিত ব্র্যান্ড টুল ব্যবহার করতে চাইবেন। এ কথা ঠিক, বিপুলসংখ্যক উইন্ডোজ ব্যবহারকারী নিরাপত্তার জন্য সিকিউরিটি টুল কিনতে অর্থ খরচ করেন। কেননা এরা সুনির্দিষ্ট কিছু ব্র্যান্ডের প্রতি অতিমাত্রায় বিশ্বাসী। তবে, এর বিকল্পও রয়েছে, যা ব্র্যান্ডেড সিকিউরিটি টুলের মতো সমভাবে কার্যকর, নির্ভরশীল স্থাপনের যোগ্য ও সম্পূর্ণরূপে ফ্রি।

এ লেখায় ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে দেখানো হয়েছে সিকিউরিটি সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে কীভাবে সাবস্ক্রিপশন বাতিল করতে হয় ও নিরাপদে কীভাবে সিকিউরিটি সফটওয়্যারের চুক্তি ভঙ্গ করে ফ্রি সিকিউরিটি টুল ব্যবহার করা যায় পিসিকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ তথা প্রোটেকটেড রেখে।

প্রি-ইনস্টলেশন সমস্যা

বেশিরভাগ নতুন পিসির সাথে থাকে প্রি-ইনস্টল করা কিছু সফটওয়্যার, যার মধ্যে কিছু হয়তো আপনার জন্য প্রয়োজনীয়। এসব প্রোগ্রামের বেশিরভাগ হয় সীমিত সময়ের জন্য ট্রায়াল ভার্সন, যার জন্য ডেভেলপারেরা প্রস্তুতকারীদেরকে অর্থ দিয়ে থাকে সফটওয়্যার ইনস্টল করার জন্য। এসব টুল অবজ্ঞা করে রেফার করা হয় 'carpware' হিসেবে। এসব টুল অপসারণ করাই ভালো।

অনাকাঙ্ক্ষিত মিডিয়া প্লেয়ার বা ব্র্যান্ডের ওয়েব ব্রাউজার টুল আনইনস্টল করা হলো সুবুদ্ধিপূর্ণ কাজ। তবে সেটি যদি অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রামের ফ্রি ট্রায়াল ভার্সন হয়ে থাকে, তাহলে কেমন হবে? যদি অন্য কোনো সিকিউরিটি সফটওয়্যার টুল হাতের কাছে না থাকে, তাহলে এ টুলই বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

যাই হোক, বুঝা যাচ্ছে এ ধরনের ট্রায়াল ভার্সনগুলোকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যে ব্যবহারকারীরা ট্রায়াল সময়ের পর সাবস্ক্রিপশনের জন্য উদ্বুদ্ধ হবে অর্থাৎ টাকা দিয়ে সফটওয়্যারটি কিনবে। এ ক্ষেত্রে বেশিরভাগ লোকই তাৎক্ষণিকভাবে সামান্য কিছু অর্থ খরচ করে তাদের ব্যবহার হওয়া সফটওয়্যারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করে আসছেন শুরু থেকেই। এরা পরবর্তী পর্যায়ে এটি অপসারণ করে খুঁজে নেন আরও কম দামের সিকিউরিটি টুল।

সিকিউরিটি সফটওয়্যার ফার্ম ক্রেতাদের এ ধরনের আচরণ পছন্দ করে, কেননা এতে তাদের মুনাফা বেশি হয়। উদাহরণস্বরূপ, ম্যাকাফি ইন্টারনেট সিকিউরিটি ২০১২ এর ৩০ দিনের ট্রায়াল ভার্সনকে সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম ভার্সনে রূপান্তর করার জন্য ক্রেতাকে ২৫ ডলার বা সমমূল্যের অর্থ গুনতে হয়।

অনেকেই সিকিউরিটি সফটওয়্যারের জন্য পেইড ভার্সনের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেন। অর্থাৎ কিছু ব্যবহারকারী সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে ঝামেলামুক্ত পিসির জন্য সিকিউরিটি চান।

ফায়ারওয়াল দিয়ে কমপিউটার প্রোটেক্ট করা

বিশেষ করে যখন কয়েকটি ম্যালওয়্যার প্রটেকশন টুল একটি স্যুটে সমন্বিত করা হয়, যার সাপোর্ট দেয়া হয় ই-মেইল বা ফোনের মাধ্যমে। তখন সমস্যা সৃষ্টি হয়। তবে আপনি সব ফি দেয়া থেকে যেমন মুক্ত হতে পারবেন, তেমনই থাকতে পারবেন সম্পূর্ণ নিরাপদ।

পেইড অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রাম অপসারণ

কমপিউটারের নিরাপত্তার জন্য অনেকেই সিকিউরিটি সফটওয়্যারের পেইড ভার্সন ব্যবহার করেন। এখন যদি কোনো কারণে ব্যবহারকারী সিকিউরিটি সফটওয়্যারের পেইড ভার্সন থেকে সরে এসে ফ্রি সিকিউরিটি সফটওয়্যার ব্যবহার করতে চান, তাহলে প্রথমে নির্দিষ্ট করতে হবে সিস্টেমে আসলে কী ইনস্টল করা আছে। এ কাজ শুরু করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আপনাকে 'Unistall a program' (উইন্ডোজ ৭ ও ভিস্তার ক্ষেত্রে) দিয়ে শুরু করতে হবে অথবা এক্সপির ক্ষেত্রে Start-এ ক্লিক করে Control Panel-এ ক্লিক করুন ও বেছে নিন Add/Remove Programs অপশন। এরপর যে লিস্ট আবির্ভূত হবে তা দেখে খুব সহজেই বুঝা যাবে কোনটি আনইনস্টল করা উচিত। তবে কোনো কিছু না বুঝে অপসারণ করা উচিত হবে না। বরং স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান বা দৃষ্টিগোচর হওয়া অ্যান্টিভাইরাস, অ্যান্টিম্যালওয়্যার বা অন্যান্য সিকিউরিটি প্রোগ্রামের ওপর একটি নোট তৈরি করুন।

একটি ইন্টারনেট সার্চ সহায়তা করতে পারে যেকোনো ইনস্টল করা প্রোগ্রাম শনাক্ত করার ক্ষেত্রে, যেগুলো আপনি মনে করতে পারছেন না। এ ক্ষেত্রে Belarc Advisor নামের প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে পারেন, যা আপনাকে বেশ সহায়তা দিতে পারে। এই ফ্রি প্রোগ্রাম ডাউনলোড করে ইনস্টল করুন। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে রান করবে। নতুন সিকিউরিটি ডেফিনেশন ডাউনলোড করার জন্য রিকোয়েস্টে সম্মতি জ্ঞাপন করুন ও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন পিসিকে স্ক্যান করার জন্য।

স্ক্যান করা শেষ হলে Belarc তার ফল ডিসপ্লে করবে ওয়েব পেজ হিসেবে। এতে প্রচুর তথ্য থাকে, তাই ভাইরাস প্রটেকশন সেকশন খুঁজে বের করার জন্য পেজ স্ক্রলডাউন করুন বাম কলামে কোনো প্রোগ্রাম খুঁজে পাওয়ার জন্য। এরপর আরও স্ক্রলডাউন করুন Software Versions & Usage সেকশনে কমপিউটারে ইনস্টল করা সব প্রোগ্রামের লিস্ট দেখার জন্য। এ পেজ প্রিন্ট করুন পরবর্তী রেফারেন্সের জন্য। উইন্ডোজ ৭ ও ভিস্তার ফায়ারওয়াল চমৎকার কাজ করে। তবে আপনার পিসির জন্য আরও প্রটেকশন দরকার।

সিকিউরিটি সফটওয়্যার পরিবর্তন করার জন্য প্রস্তুত হওয়া

অনাকাঙ্ক্ষিত সিকিউরিটি সফটওয়্যার শনাক্ত করার পর তা আনইনস্টল করার আগে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ সম্পন্ন করতে হয়।

প্রথমে অ্যাকটিভ সিকিউরিটি সফটওয়্যারের বাকি পেইড সাবস্ক্রিপশন চেক করে দেখুন, যদি কিছু অবশিষ্ট থেকে যায় তা অপসারণ করার জন্য। তবে নিশ্চিত হয়ে নিন, যেকোনো অটো-রিনোয়াল অপশন যাতে ডিজ্যাবল থাকে বাড়তি পেমেন্টকে প্রতিরোধ করার জন্য।

এ কাজটি কীভাবে করতে হয় তা নির্ভর করে বিশেষ প্রোগ্রামের ওপর, যদি আপনি যথাযথ ও রেজিস্টার্ড ইউজার অ্যাকাউন্টে লগইন করেন একটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে। ক্যাসপারস্কি অ্যান্টিভাইরাস, নরটন ও ম্যাকাফির অটো-রিনোয়াল বাতিল কীভাবে করা যায় সে সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য সংশ্লিষ্ট লিঙ্ক অনুসরণ করুন। এ কাজ শেষ করার পর সাবস্ক্রিপশন মেয়াদ শেষের তারিখ নোট করে রাখুন এবং সময় শেষ হয়ে এলে এখানে আবার ফিরে আসুন।

পরে যেকোনো বিদ্যমান সিকিউরিটি সফটওয়্যার ব্যবহার করুন একটি সম্পূর্ণ স্ক্যান পারফর্ম করার জন্য, যাতে পিসি থেকে যেকোনো ভাইরাস, স্পাইওয়্যার ও অন্যান্য ম্যালওয়্যার মুক্ত করা যায়। পিসিতে যদি কোনো সিকিউরিটি সফটওয়্যার ইনস্টল করা না থাকে, তাহলে স্ক্যান পারফর্ম করার জন্য যেকোনো একটি ফ্রি অনলাইন সিকিউরিটি টুল ব্যবহার করুন। এ ক্ষেত্রে অন্যতম সেরা অপশন হলো পাণ্ডা অ্যাকটিভ স্ক্যান নামের টুল, যার জন্য দরকার ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার বা ফায়ারফক্স রান করা। এর full scan অপশন হলো সর্বব্যাপী ও শনাক্ত করা পূর্বোল্লিখিত অসতর্কীকরণ যেকোনো ম্যালওয়্যার অপসারণ করা।

তৃতীয় ধাপ হলো, পেইড সফটওয়্যার রিমুভ করার জন্য প্রস্তুত থাকা ফ্রি রিপ্লেসমেন্ট ডাউনলোড করার মাধ্যম। লক্ষণীয়, বিকল্প হিসেবে যেকোনো ফ্রি সিকিউরিটি সফটওয়্যার খোঁজার আগে যেকোনো ম্যালওয়্যার প্রটেকশন আন-ইনস্টল করলে আপনার কমপিউটার মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

সুতরাং কী কী সিকিউরিটি সফটওয়্যার ইনস্টল করা আছে আপনার সিস্টেমে তা জেনে নিন। এরপর কী রিপ্লেস তথা প্রতিস্থাপন করা যায় তা শনাক্ত করুন রিকম্যান্ড করা ফ্রি প্রোগ্রামের লিস্ট ব্যবহার করে। প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ডাউনলোড করে নিন, তবে সেগুলো ইনস্টল করবেন না। এগুলোকে একটি সিঙ্গেল ফোল্ডারে মুভ করিয়ে নিন, যার জন্য ফোল্ডারটি তৈরি করা হয়েছে।

সব ফাইল ডাউনলোড হওয়ার পর ইন্টারনেট কানেকশন থেকে কমপিউটার বিচ্ছিন্ন করে নিন ও অনাকাঙ্ক্ষিত সিকিউরিটি সফটওয়্যারগুলো আন-ইনস্টল করতে থাকুন কন্ট্রোল প্যানেল টুল ব্যবহার করে।

এ প্রসেসের সময় আপনার পিসিকে যে সময়ের জন্য সম্পূর্ণরূপে আন-প্রোটেকটেড অবস্থায় রেখে দেয়া হয়েছিল, সে সময় চিন্তিত হওয়ার মতো কিছু মেসেজ আবির্ভূত হয়। এ সফটওয়্যারগুলো খুব শিগগির প্রতিস্থাপিত হবে। এগুলো নিরাপদে এড়িয়ে যাওয়া যায়।

ফ্রি সিকিউরিটি সফটওয়্যার পাওয়া

অ্যান্টিভাইরাস প্রটেকশন ছাড়া কোনো পিসি থাকা উচিত নয়। ম্যালওয়্যার সাধারণত ছড়িয়ে পড়ে ই-মেইল অ্যাটাচমেন্ট, ফাইল ডাউনলোড ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে, যা হ্যাক হয়েছে আক্রান্ত ফাইলকে ওয়েবসাইটে ভিজিট করা কাউকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য। অন্যভাবে বলা যায়, একটি কমপিউটারকে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত করা, যেখানে কোনো ম্যালওয়্যার প্রটেকশন নেই, যাকে বলা যায় ডাটা চোরদের জন্য এক সাদর আমন্ত্রণ।

মাইক্রোসফট সিকিউরিটি এসেনসিয়াল

অ্যাভাস্ট ফ্রি এন্টিভাইরাস

প্রতিরক্ষার প্রথম সারিতে হুমকি শনাক্ত করতে ব্যর্থ এবং সংশ্লিষ্ট সব ফাইল অপসারণের মাধ্যমে বিদ্যমান ইনফেকশনকে বিশোধন করতে ব্যর্থ, সেগুলোকে ব্লক ও শনাক্ত করার অর্থই হচ্ছে কার্যকর প্রটেকশন। কোনো সিকিউরিটি সফটওয়্যারই সব ক্ষেত্রে শতভাগ ভালো ফল দিতে পারে না। সুতরাং যখন ফ্রি সিকিউরিটি সফটওয়্যারের অপশন বেছে নেবেন, তখন অবশ্য সবদিকে মোটামুটি ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে এমন সফটওয়্যারই বেছে নেয়া উচিত।

বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে, জনপ্রিয় পাণ্ডা ক্লাউড অ্যান্টিভাইরাস ফ্রি এডিশন ও অ্যাভাইরা ফ্রি অ্যান্ট্রিভাইরাস ২০১২ সেরা অলরাউন্ড কম্বিনেশন ফিচার অফার করে না। তারপরও এগুলো ভালোই কাজ করছে। তাই এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। তবে পেইড সফটওয়্যারের বিকল্প ফ্রি টুল হিসেবে অনুমোদন করা যায় না।

এদের আরও দুটি ফ্রি অপশন রয়েছে। যেমন এভিজি অ্যান্টিভাইরাস ফ্রি ২০১২ ও অ্যাভাস্ট ফ্রি অ্যান্টিভাইরাস ৭। ফিচার ও পারফরম্যান্সের বিবেচনায় এ দুটি সিকিউরিটি টুল সমানে সমানে লড়াই করে যাচ্ছে। সুতরাং যেকোনো একটি প্রোগ্রাম সলিড ফ্রি অ্যান্টিম্যালওয়্যার অপশন হিসেবে কাজ করতে পারে। যেহেতু একটি টুল ব্যবহার করা উচিত, তাই এ ক্ষেত্রে অ্যাভাস্ট ফ্রি অ্যান্টিভাইরাস ৭ বেছে নিতে পারেন। এটি তুলনামূলকভাবে কিছুটা এগিয়ে আছে ম্যালওয়্যার ব্লকিং ও সাধারণত ম্যালওয়্যার অ্যালার্ট সিস্টেমের কারণে।

মাইক্রোসফটও এর উইন্ডোজ ব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যে অফার করছে দুটি ফ্রি অ্যান্টিম্যালওয়্যার প্রোগ্রাম। উইন্ডোজ ডিফেন্ডার হলো একটি অ্যান্টিস্পাইওয়্যার প্রোগ্রাম, যা উইন্ডোজ ৭ ও ভিস্তায় বিল্টইন। এটি এনাবল হয় ভিস্তার ক্ষেত্রে সিকিউরিটি সেন্টারের মাধ্যমে অথবা উইন্ডোজ ৭-এ এনাবল হয় অ্যাকশ সেন্টারের মাধ্যমে। এক্সপির জন্য রয়েছে একটি ফ্রি ডাউনলোড। এর প্রকৃতি অনুযায়ী এটি খুব কার্যকর টুল নয়, যেহেতু এটি অপারেটিং সিস্টেমের একটি অংশ। এটি অন্যান্য প্রোগ্রামের সাথে ইন্টারফেয়ার করে না।

মাইক্রোসফট সিকিউরিটি এসেনশিয়ালস টুলটি হলো আরও পূর্ণাঙ্গ অ্যান্টিম্যালওয়্যার প্রোগ্রাম, যা অবশ্যই ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে হবে। এটি পেইড সফটওয়্যারের বিকল্প হিসেবে কাজ করতে সক্ষম। তবে যাই হোক, বিভিন্ন টেস্টে দেখা গেছে এ টুলটি অ্যাভাস্ট ফ্রি অ্যান্টিভাইরাস ৭ বা এভিজি অ্যান্টিভাইরাস ফ্রি ২০১২-এর মতো তেমন কার্যকর নয়।

ফায়ারওয়্যাল ব্যবহার করতে ভুলবেন না

ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত পিসির জন্য ম্যালওয়্যার ও ফিশিং ওয়েবসাইট একমাত্র ঝুঁকি নয়। হ্যাকারেরা সবসময় 'port scan' রান করে কমপিউটারের সিকিউরিটি হোল তথা ত্রুটি খুঁজে বেড়ায় অসাবধানবশত কোনো কিছু ওপেন আছে কি না। পোর্ট স্ক্যান হলো মাল্টিপল চ্যানেলের একটি পরীক্ষা, যার মাধ্যমে প্রোগ্রাম কমিউনিকেট করে ওয়েবসাইট ও অন্যান্য সার্ভারের সাথে।

সিস্টেমের একটি ওপেন ও অনিরাপদ পোর্ট থাকার অর্থ হচ্ছে– হ্যাকারেরা আপনার কমপিউটারে রিমোর্ট অ্যাক্সেসের সুবিধা পাবে। তবে এ পোর্ট লক করার উপায়ও রয়েছে।

ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের জন্য আপনার কমপিউটার যদি রাউটারের মাধ্যমে কানেকটেড থাকে, তাহলে তাতে পোর্ট স্ক্যানিংয়ের প্রটেকশনের ব্যবস্থা থাকবে। এজন্য ধন্যবাদ দিতে হয় ফায়ারওয়্যাল নামের বিল্টইন ফিচারকে। এটি আনরিকোয়েস্টেড ইনবাউন্ট ডাটাকে থামিয়ে দেয়, যাতে কেউ অ্যাক্সেস না পায় যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রোগ্রাম কিছু রিকোয়েস্ট ▸

পাঠায়। এটি রাউটারকে অতিক্রম করে যেতে পারে না।

রাউটার ফায়ারওয়্যাল ডাটা আউটগোয়িংয়ের ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে কম কঠোর, এর অর্থ হচ্ছে ম্যালওয়্যার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলে খুব সহজেই ডাটা সেন্ড করতে পারবে, যেমন স্পুফ ই-মেইল অথবা নিজের কপি। আর এ কারণেই ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত সব কমপিউটারে সফটওয়্যার ফায়ারওয়্যাল ব্যবহার করা উচিত।

এটি উইন্ডোজ ৭ ও ভিস্তায় বিল্টইন এবং বাইডিফল্ট এনাবল থাকে। এটি বিশ্বস্ত, তবে উইন্ডোজ এক্সপি ব্যবহারকারীরা তেমন সুবিধা পাবেন না বিল্টইন ফায়ারওয়্যাল থেকে। এটি শুধু ইনকামিং কানেকশনকে ব্লক করতে পারে, তবে আউটবাউন্ডকে প্রতিরোধ করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে থার্ডপার্টি সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে।

ফ্রি প্রোটেকশন সেটআপ করা

অ্যাভাস্ট ফ্রি এন্টিভাইরাস ৭ ডাউনলোড করার সময় নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি ফ্রি অপশন সিলেক্ট করেছন। ডাউনলোড করা শেষ হওয়ার পর এক্সপ্রেস ইনস্টল অপশন ব্যবহার করে ইনস্টলার প্রোগ্রাম চালু করুন, তবে 'Yes, install the Google Chrome web browser' অপশন ডিজ্যাবল করুন যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটি আপনার দরকার হচ্ছে। অ্যাভাস্ট ইনস্টল হবার পর পরপরই পিসি স্ক্যান করবে এবং রেজিস্ট্রেশন উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। লক্ষণীয়, রেজিস্ট্রেশন আবশ্যক নয়,তবে এটি দরকার হয় ভবিষ্যতে প্রোগ্রাম আপডেট করার জন্য। আবার Full Protection অপশন সিলেক্ট করাকে এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে ভুলবেন না, কেননা এর জন্য টাকা খরচ করতে হবে। এরপর Try Internet Security উইন্ডো বন্ধ করুন, যা পপ আপ করে। সুতরাং ২০ দিনের ফ্রি ট্রায়াল অপশনে ক্লিক করবেন না।

এই কাজ শেষ করার পর, অ্যাভাস্ট ফ্রি এন্টিভাইরাস ৭ টুলটি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হবে। বাম দিকের Summary ট্যাবে ক্লিক করলে প্রোগ্রাম বর্তমান স্ট্যাটাস প্রদর্শন করবে, এর জন্য বাড়তি কোনো কনফিগারেশন দরকার হয় না। সব ধরনের ম্যালওয়্যার প্রোটেকশন অপশন বাই-ডিফল্ট অ্যানাবল থাকে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে সব ডাউনলোড আপডেট হবে।

সবচেয়ে ভালো হয় স্ক্যান কমপিউটার অপশন ব্যবহার করে প্রাথমিকভাবে ফুল সিস্টেম স্ক্যান করা। স্বয়ংক্রিভাবে ভবিষ্যতে স্ক্যান করার জন্য শিডিউল করা যায় More details বাটনে ক্লিক করে। এরপর Settings লিঙ্কে ক্লিক করে।

Settings উইন্ডো ওপেন হবার পর Scheduling ট্যাবে ক্লিক করুন এবং সাপ্তাহিক বা মাসিক স্ক্যানের জন্য সিডিউল সেট করুন। যেহেতু অ্যাভাস্ট সবসময় ব্যাকগ্রাউন্ডে রান করে, তাই এর মূল উইন্ডো বন্ধ রাখতে পারেন এবং পরে আবার এক্সেস করতে পারবেন স্টার্ট মেনুর মাধ্যমে। ব্যাকগ্রাউন্ড ম্যালওয়্যার প্রোটেকশন ছাড়াও অ্যাডাপ্ট ফ্রি এন্টিভাইরাস ৭ একটি ওয়েব ব্রাউজারও ইনস্টল করে। এতে একটি সিঙ্গেল বাটন পাবেন যখন ক্লিক করা হবে। যা প্রদর্শন করবে ভিজিট করা সাইটের নিরাপদ মূলক তথ্য। সার্চ ইঞ্জিন ফলাফল একটি আইকন দিয়ে ফ্ল্যাগ করে দেখাবে যে এগুলো ওপেন করা কতটুকু নিরাপদ। এরপর Zone alarm Free Firewall ২০১২ ডাউনলোড করুন এবং ইনস্টলারকে চালু করুন। ইনস্টলেশনের শুরুতে জুমঅ্যালার্ম টুলবার ডিজ্যাবল করার ব্যাপারে সর্তক থাকা উচিত। যেহেতু এবং ফাংশন ইতোমধ্যে অ্যাডাস্ট ফ্রি এন্টিভাইরাস ৭ এর মাধ্যমে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রোডাক্ট রেজিস্ট্রেশন অপশনাল তবে ইনস্টলেশনের জন্য রেজিস্ট্রিশন আবশ্যক। কেননা ইনস্টলার প্রয়োজনীয় সবকিছু ডাউনলোড করে নেয়। ইনস্টলেশনের পর বাড়তি কোনো কনফিগারেশনের দরকার হয় না। জোনঅ্যালার্ম কোনো সতর্ক বার্তা প্রদর্শন করে না ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহারের সময় কজ

ফিডব্যাক : mahmood_sw@yahoo.com